AKASHVANI(AIR)

RNU: KOLKATA

Bengali Text Bulletin

04-05-2026 **Time: 7.50 PM**

বিশেষ বিশেষ খবর –

১) রাজ্যে পরিবর্তনের ঝড়। জনগণের ঐতিহাসিক রায়ে ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি। ২৯৩ টি আসনের মধ্যে ২০৬ টি-তে এগিয়ে অথবা জয়ী বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী বা এগিয়ে ৮১ টি আসনে। দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, কোচবিহার, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়ায় এখনও পর্যন্ত সব আসনেই এগিয়ে বা জয়ী গেরুয়া শিবির।

২) উল্লেখযোগ্য পরাজিত প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, শশী পাঁজা ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য। হেরে গেছেন সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীও।

৩) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ফলাফলকে সুশাসনের জয় আখ্যা দিয়েছেন। রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যবাসীকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছ বিজেপি। কংগ্রেস বলেছে জনগণের রায় তারা মাথা পেতে নেবে। বিজেপির এই জয়ের জন্য দায়ী মমতা ব্যানার্জী বলেছে বামেরা।

৪) সচিবালয় সহ রাজ্য সরকারের কোনো দপ্তর থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি যাতে সরানো না হয় সেব্যাপারে কড়া নির্দেশ মুখ্যসচিবের।

৫) ভোটের ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছে অশান্তির খবর।

রাজ্যে পরিবর্তনের ঝড়। জনগণের ঐতিহাসিক রায়ে ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে ২৯৩ টি আসনের ভোট গণনা এগিয়ে চলেছে। এর মধ্যে ২০৬ টি-তে এগিয়ে অথবা জয়ী বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী বা এগিয়ে ৮১ টি আসনে।

কলকাতার শ্যামপুকুর বিধানসভা আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী শশী পাঁজাকে ১৬ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেছেন বিজেপির পূর্ণিমা চক্রবর্তী। জোড়াসাকোয় ঐ দলেরই বিজয় ওঝা, মানিকতলায় তাপস রায় ও কাশিপুর বেলগাছিয়ায় রিতেশ তিওয়ারি জয়লাভ করেছেন।

উত্তর কলকাতার গণনা নিয়ে আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন,

ভয়েসকাস্ট অভিরূপ

অন্যদিকে, চৌরঙ্গী আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের নয়না ব্যানার্জী এবং এন্টালিতে ঐ দলেরই সন্দীপন সাহা জয়ী হয়েছেন। মেটিয়াবুরুজে জয়ী হয়েছেন ঐ দলেরই আব্দুল খালেক মোল্লা। তিনি হারিয়েছেন বিজেপির বীর বাহাদুর সিং-কে ৮৭ হাজারেরও বেশি ভোটে।

কলকাতা বন্দর বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ফিরহাদ হাকিম। ফিরহাদ হাকিম তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির রাকেশ সিং কে ৫৬ হাজার ৪৯০ ভোটে পরাজিত করেন।

বালিগঞ্জ আসনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ৬১ হাজারেরও বেশি ভোটো জয়ী হয়েছেন। তিনি হারিয়েছেন বিজেপির ডক্টর শতরূপাকে।

কলকাতার সবচেয়ে নজরকাড়া কেন্দ্র ভবানীপুর। এখানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মমতা ব্যানার্জী ও বিরোধী দলনেতা বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

আমাদের প্রতিনিধি কাশফিন নাহার জানাচ্ছেন সেখানকার ভোটগণনার গতিপ্রকৃতি।

ভয়েসকাস্ট কাশফিন

উত্তর ২৪ পরগণার ৩০ টি আসনের মধ্যে বিজেপি ২৫ টিতে জয়লাভ বা এগিয়ে রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী অথবা এগিয়ে ৮ টি আসনে।

ব্যারাকপুর বিধানসভা কেন্দ্র বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। বিজেপির কৌসতভ বাগচী ১৬ হাজারেও বেশি ভোটে বর্তমান বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ চক্রবর্তীকে হারিয়ে দিয়েছএন। **খড়দায়** বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চক্রবর্তী ২৪ হাজার ৪৮৬ ভোটে জয়ী হয়েছেন। তিনি হারিয়েছেন তৃণমূলের দেবদীপ পুরোহিতকে। **ভাটপাড়া** আসনে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং পুত্র পবন কুমার সিং জয়ী। জেলার **নৈহাটিতে** জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের সদস্য সুমিত্র চ্যাটার্জী। **অশোকনগরে** জয়লাভ করেছেন ডক্টর সুময় হীরা। বরানগর আসনে বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ ১৭ হাজারের বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন। **উত্তর দমদম বিধানসভায়** ঐ দলের প্রার্থী সৌরভ সিকদার জয়লাভ করেছেন। তিনি হারিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে। **নোয়াপাড়া**র বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং, ঐ দলেরই সুদীপ্ত দাস বীজপুর এবং ডক্টর রাজেশ কুমার জগদ্দল আসনে জয়ী হয়েছেন। **হাবরা** আসনে পরাজিত হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা **জ্যোতিপ্রিয়**

মল্লিক। তাকে হারিয়েছেন বিজেপির দেবদাস মন্ডল ৩১ হাজার ৪৬২ ভোটে। হিঙ্গলগঞ্জে বিজেপির রেখা পাত্র এবং সন্দেশখালিতে ঐ দলের সনত্ সর্দার জয়লাভ করেছেন।

দেগঙ্গায় জয়লাভ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের আনিসুর রহমান। বাদুরিয়ায় ঐ দলের প্রার্থী বুরহানুল মুকাদ্দিম জয়ী হয়েছেন। মিনাখায় তৃণমূলের ঊষারানী মন্ডল জিতেছেন। বসিরহাট দক্ষিণে তৃণমূল প্রার্থী সুরজিত্ মিত্র জয়লাভ করেছেন। এদিকে বিজেপি ঐ কেন্দ্রে পুনর্গণনার আবেদন করেছেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলিতে তৃণমূল কংগ্রেসের গণেশচন্দ্র মন্ডল জয়লাভ করেছেন। গোসাবায় বিকর্ন নস্কর, কাকদ্বীপে দীপঙ্কর জানা ও বেহালা পূর্বে শঙ্কর সিকদার জয়লাভ করেছেন।

নদীয়ার ১৪ টি আসনের মধ্যে বিজেপি ১১ টি জয়ী বা এগিয়ে। তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী তিনটি আসনে।

নাকাশিপাড়ায় বিজেপির শান্তনু দে ১৭ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী। কৃষ্ণনগর দক্ষিণ কেন্দ্রে সাধন ঘোষ, রানাঘাটে অসীম কুমার বিশ্বাস এবং কৃষ্ণগঞ্জের সুকান্ত বিশ্বাস জিতেছেন। জেলার চাপড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের জেবের শেখ এবং কালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে ঐ দলের আলিফা আহমেদ জয়লাভ করেছেন।

হাওড়ার জগত্বল্লভপুরে বিজেপির অনুপম ঘোষ ৬ হাজার ৬৭১ ভোটে তৃণমূলের সুবীর চ্যাটার্জীকে পরাজিত করেছেন। শিবপুরে জয়ী হয়েছেন বিজেপির রুদ্রনীল ঘোষ।

জেলার সাঁকরাইলে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রিয়া পাল ১০ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন। হাওড়া দক্ষিণ কেন্দ্রে জয়লাভ করেছেন ঐ দলেরই নন্দীতা চৌধীরা। পাঁচলার তৃণমূল কংগ্রেসরে গুলশন মল্লিক জয়লাভ করেছেন।

হুগলির ১৮ টি আসনের মধ্যে ১৫ টিতে বিজেপি জয়ী বা এগিয়ে। তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী বা এগিয়ে রয়েছেন তিনটিতে।

বলাগড়ে বিজেপি প্রার্থী সুমনা সরকার জয়লাভ করেছেন। গোঘাটের ঐ দলের প্রশান্ত দিগর জয়ী হয়েছেন। সপ্তগ্রামে স্বরাজ ঘোষ আরামবাগে হেমন্ত বাগ জয়ী হয়েছেন। উত্তরপাড়া আসনে বিজেপি প্রার্থী দীপাঞ্জন চক্রবর্তী জয়লাভ করেছেন।

জেলার চন্ডীতলায় ২০ হাজারের বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাথী খোন্দকার।

পুরুলিয়ার মানবাজার বিধানসভার ৯ টি আসনেই বিজেপি প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন। বাগমুন্ডিতে রোহী দাস মাহাতো, মানবাজারের ময়না মুর্মু, জয়পুরে বিশ্বজিত্ মাহাতো জিতেছেন। এছাড়া বলরামপুরে জলধর মাহাতো, বান্দোয়ানে লক্ষ্মেন বাস্কে, কাশিপুরে কমলাকান্ত হাঁসদা, রঘুনাথপুরে মামুনি বাউরি, পারা আসনে চাঁদ বাউরি এবং পুরুলিয়ায় সুদীপ কুমার মুখোপাধ্যায় জয়লাভ করেছেন।

পশ্চিম বর্ধমানের ৯ টি আসনেই সবকটিতেই জয়ী বা এগিয়ে বিজেপি।

আসানসোল দক্ষিণে বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল ৪০ হাজার ৮৩৯ ভোটে জয়লাভ করেছেন। তিনি হারিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের তাপস ব্যানার্জীকে। ঐ জেলারই জামুরিয়ায় বিজেপির ডক্টর বিজন মুখার্জী ২২ হাজার ৫১৪ ভোটে পরাজিত করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের হরেরাম সিংকে। রানিগঞ্জে বিজেপি প্রার্থী পার্থ ঘোষ ১৭ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন। জেলার বারাবনিতে ঐ দলের জয়ী অরিজিত্ রায়।

পূর্ব বর্ধমানের ১৬ টির মধ্যে ১৫ টি-তে জয়ী বা এগিয়ে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেস একটিতে জয়ী হয়েছে।

ভাতার বিধানসভা তৃনমুল কংগ্রেসের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল বিজেপি। এই আসনে বিজেপি প্রার্থী সৌমেন কার্ফা নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমুল কংগ্রেসের শান্তনু কোঁঙারকে ৬৪২৭ ভোটে পরাজিত করে জয়ী হয়েছে। জেলার জামালপুরে জয়ী হয়েছেন বিজেপির প্রার্থী অরুণ হালদার। এছাড়া আউসগ্রামে কলিতা মাঝি ও পূর্বসস্থলী উত্তরে গোপাল চট্টোপাধ্যায় জয়লাভ করেছে। মেমারিতে বিজেপির মানব গুহ জয়লাভ করেছেন।

জেলার মন্তেশ্বর বিধানসভা আসনও বিজেপির দখলে। বিজেপির সৈকত পাঁজা তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃনমুল কংগ্রেস প্রার্থী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে ১৪ হাজার ৭৯৮ ভোটে পরাজিত করেছেন।

জেলার খন্ডঘোষে তৃণমূল কংগ্রেসের নবীন চন্দ্র বাগ জয়ী হয়েছেন।

বীরভূমের ১১ টি আসনের আসনের মধ্যে বিজেপি ৬ টি এবং তৃণমূল কংগ্রেস পাঁচটিতে এগিয়ে রয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের ১৬ টি আসনের সবকটিতেই বিজেপি এগিয়ে রয়েছে।

মেদিনীপুর আসনে বিজেপির শঙ্কর কুমার গুছাইত ৩৮ হাজার ৭৪৭ টি ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের সুজয় হাজরাকে হারিয়ে দিয়েছে।

ঝাড়গ্রামে ৩৮ হাজারেরো বেশি ভোটে জয়ী বিজেপির লক্ষ্মীকান্ত সাউ। জেলার নয়াগ্রামে জয়ী দলেরই অমিয়া কিস্কু।

বাঁকুড়ার ১২ টি আসনের মধ্যে সবকটিতেই বিজেপি জয়ী।

রানীবাঁধে জয়ী হয়েছেন বিজেপির ক্ষুদীরাম টুডু। ৫২ হাজারেরও বেশু ভোটে তিনি হারিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসরে তনুশ্রী হাঁসদাকে। জেলার শালতোড়ায় জয়ী ঐ দলেরই চন্দনা বাউড়ি।

দার্জিলিং জেলার পাঁচটি আসনেই বিজেপি প্রার্থীথীরা জয়লাভ করেছেন। দার্জিলিং-এর বিজেপির নোমান রাই, কার্শিয়াং-এর সোনম লামা, শিলিগুড়িতে শঙ্কর ঘোষ, মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে আনন্দময় বর্মন, ফাঁসিদেওয়ায় দুর্গা মুর্মু জিতেছেন।

পাশাপাশি কালিম্পং বিধানসভা আসনে জয়ী হয়েছেন বিজেপির ভারত কুমার ছেত্রী। তিনি হারিয়েছেন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার রুডেন সদা লেপচাকে ২১ হাজার ৪৬৪ টি ভোটে। শ্রী ছেত্রী পেয়েছেন ৮৪ হাজার ২৯০ টি ভোট। অন্যদিকে, শ্রী লেপচা ৬২ হাজার ৮২৬ টি।

জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি আসনে জয়লাভ করেছেন বিজেপির নরেশ রায়। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে জয়ী ঐ দলেরই শিখা চ্যাটার্জী এবং রাজগঞ্জের দীনেশ সরকার।

আলিপুরদুয়ারে ৫ টি আসনেই বিজেপি এগিয়ে।

কোচবিহারের ৯ টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৮টিতে বিজেপি এবং একটিতে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছেন। মেখলিগঞ্জে বিজেপি প্রার্থী দধীরাম ২৯ হাজার ৫০৩ ভোটে জয়লাভ করেছেন। জেলার দিনহাটায় জয়ী হয়েছেন অজয় রায়। কোচবিহার দক্ষিণে বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্র বোস তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী

তৃণমূল কংগ্রেসের অভিজিত্ দে ভৌমিককে ২১ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেছেন।

সিতাই আসনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সঙ্গীতা রায় জয়ী হয়েছেন।

উত্তর দিনাজপুরের বিজেপির হেমতাবাদে হরিপদ বর্মন এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনে বুদরাই টুডু জিতেছেন।

জেলার ইটাহারে তৃণমূল কংগ্রেসের মোসারাফ হোসেন জয়ী হয়েছেন।

মালদার হাবিবপুরে জয়লাভ করেছেন বিজেপির জোয়েল মুর্মু। মানিকচকে ঐ দলের গৌরচন্দ্র মন্ডল এবং গাজোলে চিন্ময় দেব বর্মন জয়ী হয়েছেন।

জেলার সুজাপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের সাবিনা ইয়াসমিন জয়ী হয়েছেন। তিনি ৬০ হাজারেরও বেশি ভোটে হারিয়েছেন কংগ্রেসের আব্দুল হন্নানকে।

জেলার মোথাবাড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের ইসলাম মহম্মদ নজরুল ১০ হাজারেরেও বেশি ভোটে জিতেছেন। রতুয়ায় ঐ দলের সমর মুখার্জী এবং মালতিপুরে আব্দুল রহিম বক্সী জয়লাভ করেছেন। চাঁচোলে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রসূন ব্যানার্জী হরিশচন্দ্রপুরে ঐ দলেরই মহম্মদ মতিবুর রহমান।

মুর্শিদাবাদ আসনে জয়লাভ করেছেন বিজেপির গৌরীশঙ্কর ঘোষ। জেলার বড়এঞায় বিজেপির সুখেন কুমার বাগদি ২২ হাজার ৩০০ ভোটের ব্যবধানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিমা রজককে পরাজিত করেছেন। কান্দিতে গার্গী দাস ঘোষ, বেলডাঙ্গায় ভরত কুমার ঝাওয়াত জয়ী হয়েছেন। বহরমপুরে কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে হারিয়ে জয়লাভ করেছেন সুব্রত মৈত্র।

জেলার ভগবানগোলায় অবশ্য জয়ী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রেয়াত হোসেন সরকার। তিনি হারিয়েছেন সিপিআইএম-এর মহমুদাল হাসানকে ৫৬ হাজারেরও বেশি ভোটে। জেলার সামশেরগঞ্জে মহম্মদ নূর আলম, ভরতপুরে মুস্তাফিজুর রহমান জয়লাভ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, দলের অগণিত কর্মীর দশকের পর দশক ধরে কঠোর পরিশ্রম এবং লড়াই ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র এই বিপুল জয় সম্ভব ছিল না। আজ নতুন দিল্লিতে দলের সদর দফতরে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণে তিনি রাজ্যের সকলকে কুর্নিশ জানান। এই কার্যকর্তারাই রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্তে সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প ছড়িয়ে দিয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। শ্রী মোদী বলেন, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র সুশাসনের রাজনীতির জয় হয়েছে। জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খা পুরণে নতুন সরকার সম্ভাব্য সব ধরনের প্রয়াস করবে বলেও প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন।

(বাইট – প্রধানমন্ত্রী)

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ্ এরাজ্যের সাধারণ মানুষকে প্রণাম জানিয়ে বলেছেন, এই জয় ভয়, তোষণ এবং অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়দাতাদের বিরুদ্ধে মানুষের যোগ্য জবাব । পাশপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথার ওপরেও মানুষ আস্থা রেখেছেন বলে তিনি জানান। সোনার বাংলার স্বপ্ন সাকার করতে বিজেপি দিনরাত এক করে কাজ করবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

বিজেপি-র সর্ব ভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন রাজ্যের মানুষকে বিপুল জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে তিনি বলেন, চৈতন্য মহাপ্রভূ, স্বামী

বিবেকানন্দ এবং ডক্টর শ্যামপ্রসাদ মুখার্জীর মতো মহান ব্যক্তিত্বদের ভূমিতে এবার সুশাসন, শান্তি ও সমৃদ্ধির নতুন যুগের সূচনা হবে।

রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তনের সুযোগ এসেছে। তিনি মানুষকে হিংসায় না জড়ানোর জন্য আবেদন জানান।

রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য বিজেপি মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। আজ আকাশবাণীকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এরাজ্যের বিজেপি-র প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করেছে।

(বাইট – দেবজিৎ)

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই ঐতিহাসিক জনমতকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের ওপর মানুষের আস্থার প্রতীক বলে উল্লেখ করেছেন। এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে তিনি বলেন, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ – এই তিন অঞ্চলে বিজেপি- বিপুল জয় বিকশিত ভারতের লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, মানুষের রায় তারা মাথা পেতে নেবে।

তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জী বিজেপি-র ক্ষমতায় আসার পথ প্রশস্ত করেছেন বলে সিপিআইএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন।

কংগ্রেস মানুষের রায় মাথা পেতে নিচ্ছে বলে দলের এরাজ্যের মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায় মন্তব্য করেছেন।

সচিবালয় সহ রাজ্য সরকারের অন্যান্য দপ্তর থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ নথি বা ফাইল যেন না সরানো হয়, সে বিষয়ে কঠোর নির্দেশ জারি করা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য সচিব দুষ্যন্ত নারিয়ালা আজ এই মর্মে একটি নির্দেশিকা জারি করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, সমস্ত ফাইল, গুরুত্বপূর্ণ নথি, চিঠিপত্রের যথাযথ হিসাব রাখতে হবে। সমস্ত দপ্তরের বিভাগীয় প্রধানরা এইসব নথিপত্রের সুরক্ষায় ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন বলে জানানো হয়েছে।

নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কলকাতা পুলিশ তাদের আওতায় সব থানা এলাকায় বিজয় মিছিলের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কোন রাজনৈতিক দল এই নির্দেশ অমান্য করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

ভোটের ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন এলাকা থেকে বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর আসছে।

উত্তর ২৪ পরগণার বরানগর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষের সমর্থনে পানিহাটিতে গণনা কেন্দ্রে যাওয়ার পথে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের বচসা বাধে। দেওয়া হয় স্লোগান পাল্টা স্লোগান। পরে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। ঘটনার জেরে চারজন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন।

এদিকে কামারহাটি মোড়ে অটো অপারেটরস ইউনিয়নের অফিস এবং তৃণমূল কংগ্রেস ভবনে ভাঙচুর চালানোর খবর পাওয়া গেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে

মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। আহতদের উদ্ধার করে ইতোমধ্যেই কামারহাটি সাগরদত্ত মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর বিধানসভার গণনা কেন্দ্রে আজ কাউন্টিং চলাকালীন বিজেপি প্রার্থী তারক সাহাকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। সংবাদমাধ্যম ছবি তুলতে গেলে তাঁদের বাধা দেওয়া হয় বলেও জানা গেছে।

জেলার ব্যারাকপুরের একাধিক জায়গায় ও বারাসাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরএর অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। যদিও বিজেপি অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

ঐ কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রাজ চক্রবর্তীকে লক্ষ্য করে কাদা ছোঁড়ার অভিযোগ উঠেছে।

--------------------- ---------------------